TRANSLATION DEPARTMENT

সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশশারার দশম সাহাবী

# হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

'ফয়যানে আশরায়ে মুবাশশারা'-এর ধারাবাহিকতায় দশম সাহাবী

# হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رضی اللہ عنہ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দাওয়াতে ইসলামী)
ফয়যানে-সাহাবা বিভাগ

প্রকাশনা:
মাকতাবাতুল মদীনা



www.dawateislami.net

# সূচীপত্র


দরূদ শরীফের ফযিলত ..... ৪
চরিত্রের গাজী ..... ৪
নাম ও বংশ পরিচয় ..... ৭
পবিত্র আকৃতি ..... ৮
ইসলাম গ্রহণ ..... ৮
স্ত্রী ও সন্তান ..... ৯
যুল হিজরাতাইন ..... ৯
প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ..... ৯
আল্লাহ পাকের নৈকট্যের সুসংবাদ ..... ১০
আমীনুল উম্মত ..... ১১
আমীন ব্যক্তির দাবি ..... ১১
মাহবুবে হাবীবে খোদা ..... ১২
তাঁর সত্তায় কোনো কথা নেই ..... ১২
উজ্জ্বল ও প্রিয় চেহারা ..... ১৩
রাসূল প্রেমের বাস্তব উপমা ..... ১৩
কাফের পিতার শিরচ্ছেদ ..... ১৪
তাঁর সম্মানে অবতীর্ণ হওয়া আয়াত ..... ১৫
সিদ্দিকে আকবরের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা ..... ১৫
তাঁর দৃষ্টিতে সিদ্দিকে আকবরের মর্যাদা ..... ১৬
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের যবানে আশিকানে মুস্তফার মর্যাদা ..... ১৬
সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ -এর আকাঙ্ক্ষা ..... ১৭
ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বিচক্ষণতা ..... ১৮
খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের আকাঙ্ক্ষা ..... ১৮
খলিফার জন্য নির্বাচন ..... ১৯
হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ভদ্রতা ..... ২১
জান্নাতী হওয়ার সনদ ..... ২১
খাগড়ার চাটায় আর পালানের বালিশ ..... ২২
ঘরের মোট জিনিসপত্র মাত্র তিনটি ..... ২৩
হযরত উমরের তাঁকে উপদেশ ..... ২৩
উম্মতের আমীনের আত্মত্যাগের স্পৃহা ..... ২৪
দুনিয়া নিজের জালে ফাঁসাতে পারেনি ..... ২৬
হায়! আমি কোনো মেষশাবক হতাম ..... ২৬




www.dawateislami.net

আমি যদি চামড়ার কোনো অংশ হতাম! .....২৭
কবর ও হাশরের ভয়াবহতা .....২৭
ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা .....২৯
আমিরুল মুমিনিনের খেদমতে পত্র.....৩১
পদের জন্য আল্লাহর প্রশংসা.....৩৪
আমীনুল উম্মত এবং সাইফুল্লাহর মাদানী কথোপকথন.....৩৫
পদ নিয়ে পরীক্ষা.....৩৬
তাঁর কারামত, অতুলনীয় মাছ.....৩৭
একটি কারামতের মধ্যে অনেক কারামত .....৩৮
নিজের অধীনস্থদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা .....৩৯
দায়িত্ববোধের কথা কী আর বলবো! .....৪০
মুমকিন নেহী কেহ খাইরে বাশার কো খবর না হো.....৪১
নির্জনতায় মদীনার চিন্তা .....৪৩
হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর হিকমতে আমলী .....৪৪
জ্ঞান প্রচারের মহান স্পৃহা.....৪৫
রোযাদারের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ.....৪৬
উপদেশপূর্ণ অসিয়ত.....৪৭
জাহিরি বেছাল.....৪৭
মাযারে আনওয়ার.....৪৮
একই দিনে প্লেগের আক্রমণ .....৪৯
সুন্দুকী কবর খনন করতেন.....৫০
হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসে মুবারকা .....৫১
(১) হৃদয়ের অবস্থা: .....৫১
(২) রোযা এমন এক ঢাল: .....৫১
(৩) নিকৃষ্টতম লোক:.....৫২
(৪) মুমিনের অন্তর: .....৫২
(৫) সর্বশ্রেষ্ঠ নামায:.....৫২
(৬) মুনাফিকের পরিচয়:.....৫২
(৭) পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনকারী:.....৫৩
(৮) দশ গুণ সাওয়াব:.....৫৩
নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল .....৫৩
তথ্যসূত্র .....৫৫



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رضی اللہ عنہ

## দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী হলো: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, তিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় থাকবে: (১) যে ব্যক্তি আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করবে, (২) যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে, (৩) যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

**(আ বাদুরুস সাফিরাতু ফি উমুরিল আখিরাতি লিস সুয়ূতী, হাদিস: ৩৬৬, পৃ: ১৩১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## চরিত্রের গাজী

মুসলমানরা কয়েকদিন ধরে একটি রোমান দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিল এবং একবার রোমানরা দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। ফিরে গিয়ে দূর্গে বন্দী হয়ে গেল। যখন সন্ধি করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না, তখন তারা ইসলামী বাহিনীর সেনাপতির কাছে বার্তা পাঠাল যে, আমরা আপনার সাথে সন্ধি করার জন্য



www.dawateislami.net

আমাদের দূত পাঠাতে চাই। যদি আপনি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা একে আমাদের এবং আপনাদের উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক মনে করব, আর যদি আপনি প্রত্যাখান করেন, তবে নিশ্চিতভাবেই এতে কেবল ক্ষতিই হবে। মুসলিম সেনাপতি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন: "ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের দূতকে পাঠাও।" রোমানরা মুসলিম সেনাপতিকে প্রভাবিত করার জন্য খুবই দামী পোশাকে সজ্জিত একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে দূত হিসেবে পাঠাল। যেহেতু রোমান দূত মুসলিম সেনাপতিকে আগে কখনও দেখেনি, তাই সে মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে এভাবে সম্বোধন করল: "হে আরব দল! তোমাদের সেনাপতি কোথায়?" মুসলিম সৈন্যরা এক দিকে ইশারা করে বলল যে, তিনি সেখানে আছেন। যখন দূত সেই জায়গায় পৌঁছে দেখল, তখন তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, কারণ মুসলিম সেনাপতির ব্যাপারে সম্ভবত সে তার মনে এমন এক চিত্র এঁকেছিল যে, তার এক বিশাল দরবার হবে, যেখানে তিনি এক বিশাল সিংহাসনে দামী পোশাক পরিধান করে বসে থাকবেন, এবং কয়েকজন সেবক তার সামনে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধার সাথে তার হুকুমের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, তার আশেপাশে প্রহরীদের একটি বাহিনী থাকবে এবং তার কাছে পৌঁছানোর জন্য হয়তো আমাকে অনেকগুলো পর্যায় পার হতে হবে। কিন্তু সে কী দেখছে যে, একজন দুর্বল শরীর ও লম্বা দেহ বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি মাটিতে বসে আছেন এবং হাতে তীর উল্টেপাল্টে যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা করছেন। রোমান দূত সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে খুব অবাক হয়ে



www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করল: "আপনিই কি মুসলিমদের সেনাপতি?" তিনি উত্তর দিলেন: "জি হ্যাঁ।" দূত বলল: "আপনার মাটিতে বসে থাকার কারণ কী? যদি আপনি বালিশে হেলান দিয়ে বা গালিচায় বসে থাকতেন, তাহলেও আল্লাহর কাছে সম্মানিতই থাকতেন, আপনি নিজেকে এই নিয়ামত থেকে কেন বঞ্চিত রেখেছেন?" এর উত্তরে মুসলিম সেনাপতি বললেন: "যখন আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা করেন না, তখন আমি আপনার কাছে কেন লজ্জা পাব? আসল কথা হলো, আমার প্রয়োজনের সামগ্রী হলো বেশি থেকে বেশি একটি তলোয়ার, একটি ঘোড়া এবং আরও কিছু অস্ত্র। তবে, এর বাইরে যদি আমার অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি আমার ইসলামী ভাই মুয়াযের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নিই, আর যদি মুয়াযের কোনো প্রয়োজন হয়, তাহলে সে আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তার প্রয়োজন মেটায় (এভাবে আমাদের মন সেইসব আরাম-আয়েশের দিকে আকৃষ্টই হয় না, যার কথা তুমি বলছ)। যদি আমার কাছে গালিচা থাকতও, আমি তার উপর কীভাবে বসতে পারতাম, যেখানে আমার অন্য ভাইয়েরা মাটিতে বসে (এবং আমার জন্য এমন কোনো ভিন্নতা গ্রহণ করা পছন্দনীয় নয় কারণ) আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা, মাটিতে হাঁটি, মাটিতেই বসে যাই, মাটিতেই বসে আহার করি, মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ি, এই সব কাজের কারণে আল্লাহর দরবারে আমাদের সাওয়াব বাড়ার সাথে সাথে আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।" **(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৫৫)**

হাম খাক হে অর খাক হি মাওয়া হে হামারা
খাকি তু ওহ আদম জাদ্দে আ'লা হে হামারা



www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা কি জানেন এই সেনাপতি কে ছিলেন? যিনি শুধু কথার গাজী নন, বরং চরিত্রের গাজীও ছিলেন, যিনি এমন এক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছিলেন যিনি তাকে প্রভাবিত করতে এসেছিলেন। এই সেনাপতি ছিলেন দুই জাহানের মালিক ও মুখতার, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর বিখ্যাত সাহাবী এবং মুসলিমদের মহান সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা আমির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নামে পরিচিত।

## নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর পূর্ণ নাম আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ বিন হিলাল বিন ওহাইব বিন দাব্বাহ বিন হারিস বিন ফিহর বিন মালিক বিন নযর বিন কিনানাহ কুরাইশী ফিহরী। বংশলতিকা সপ্তম প্রজন্মে ফিহর-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর উপনাম আবু উবায়দা এবং যদিও পিতার নাম আব্দুল্লাহ, কিন্তু দাদা জাররাহ-এর পরিচিত।

তাঁর মহিয়সী মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আবি উবায়দা উমাইমাহ বিনতে গানম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا -ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যার পূর্ণ নাম উমাইমাহ বিনতে গানম বিন জাবির বিন আব্দুল উযযা বিন আমির বিন উমাইরাহ বিন ওদী'আহ বিন হারিস বিন ফিহর। মায়ের দিক থেকে তাঁর বংশধারা নবম প্রজন্মে ফিহর-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর বংশের সাথে মিলিত হয়। **(আলা আসাবাতু ফি তামিযিস সাহাবাতু, নং: ৪৪১৮ আমির বিন আব্দুল্লাহ, ৩/৪৭৩)**



www.dawateislami.net

## পবিত্র আকৃতি

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লম্বা, পাতলা এবং অত্যন্ত নূরানী চেহারার অধিকারী ছিলেন। মাথার চুল এবং দাড়ি মুবারকে মেহেদী লাগাতেন।

**(আত তাহযীবুল আসমায়ি, দ্বিতীয় খন্ড, আন নাওউস সানীল কুনী, হারফুল আইন, ২/৫৩৭)**

তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিটি দিক থেকেই অনন্য ছিল। খুবই বুদ্ধিমান, প্রচুর বিনয়ী স্বভাবের, মিশুক এবং ইবাদত ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁকে যুদ্ধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গণ্য করা হতো, তাঁর কৌশল যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পাল্টে দিত। তাঁর নেতৃত্বেই মুসলমানরা সেই সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি রোমের সাথে টক্কর দিয়েছিল এবং সফলতা অর্জন করেছিল।

**(আল আসাবাতু ফি তামিযিলস সাহাবা, নং: ৪৪১৮, আমের বিন আব্দুল্লাহ, ৩/৪৭৬)**

## ইসলাম গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর গণনা সেইসব সাহাবা কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ -এর মধ্যে হয় যারা ইসলামের শুরুতে ঈমান এনেছিলেন। যখন তিনি মুসলমান হয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মায'ঊন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -ও ছিলেন। **(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৪৫)** তিনিও সেইসব সাহাবা কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ -এর মধ্যে ছিলেন যারা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। **(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৪৬)**



www.dawateislami.net

## স্ত্রী ও সন্তান

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর একজন স্ত্রী ছিলেন, যার থেকে দুই পুত্র ইয়াযিদ ও উমাইর জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ বিনতে জাবির বিন ওহাব বিন দাবাব বিন হুজাইর। **(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৫৯)**

## যুল হিজরাতাইন

মক্কা মুকাররমায় যখন মুসলিমদের উপর সীমাহীন যুলুম ও অত্যাচার করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানরা মক্কা থেকে হিজরত করে। মোট তিনটি হিজরত হয়েছিল: দুটি মক্কা থেকে হাবশার দিকে এবং একটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি দুটি হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মক্কা থেকে হাবশার দিকে দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন এবং তারপর মদীনার দিকে হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

**(আসাদুল গবা, আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ, ৩/১২৫)**

## প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

তিনি সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাথে সাথে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

**(আল আসাবা, নং: ৪৪১৮, আমের বিন আব্দুল্লাহ, ৩/৪৭৫)**



www.dawateislami.net

# আল্লাহ পাকের নৈকট্যের সুসংবাদ

তিনি বায়‘আত-ই-রিদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। (১) আর নিশ্চয়ই বায়‘আত-ই-রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবা কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ -কে রেযায়ে ইলাহী (তথা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের) সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰہُ عَنِ
الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ
تَحۡتَ الشَّجَرَۃِ فَعَلِمَ مَا فِیۡ
قُلُوۡبِہِمۡ فَاَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ
عَلَیۡہِمۡ وَ اَثَابَہُمۡ فَتۡحًا قَرِیۡبًا

**(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১৮)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করছিল সুতরাং আল্লাহ জেনেছেন যা তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে। তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় “খাযাইনুল ইরফান” এ বলেন: হুদাইবিয়ায় যেহেতু এই বায়‘আতকারীদের আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই এই বায়‘আতকে বায়‘আত-ই-রিদওয়ান বলা হয়।



www.dawateislami.net

## আমীনুল উম্মত

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাকে রাসূলের দরবার থেকে "আমীনুল উম্মত" উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন (আমানতদার) থাকে আর এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ।"

**(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবুন নবী, হাদিস: ৩৭৪৪, ২/৫৪৫)**

## আমীন ব্যক্তির দাবি

হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নাজরানের অধিবাসীরা রাসূলের দরবারে এসে আরয করল: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদের কাছে এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠান যিনি আমীন (আমানতদার) হন।'" তিনি ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের কাছে এমন একজন আমীন পাঠাব যিনি এমনই আমীন যেমনটা হওয়া উচিত।" তখন লোকেরা দেখল যে, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে পাঠিয়েছেন। **(সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবুন নবী, হাদিস: ৩৭৪৫, ২/৫৪৬)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: এর অর্থ



www.dawateislami.net

হলো, তিনি অত্যন্ত উচ্চ স্তরের আমীন। যেমন বলা হয় যে, যায়েদ যেমন আলিম হওয়ার উপযুক্ত, তেমনই আলিম। সমস্ত সাহাবা আমানতদার, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এক নাম্বারের আমানতদার। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৪৭)**

## মাহবুবে হাবীবে খোদা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন শাকীক্ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে জিজ্ঞেস করেছিলাম: "নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন?" তিনি ইরশাদ করলেন: "আবু বকর, তারপর উমর এবং তারপর আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "তারপর কে?" তখন তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।"

**(সুনানে ইবনে মাজাহ, ফাযায়িলু আসহাবুর রাসূলুল্লাহ, ফযলু ওমর, হাদিস: ১০২, ১/৭৫)**

## তাঁর সত্তায় কোনো কথা নেই

হযরত সায়্যিদুনা মুবারক বিন ফাযালাহ হযরত হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন যে, উত্তম চরিত্রের প্রতীক, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আবু উবায়দা বিন জাররাহ এমন এক ব্যক্তি যার চরিত্র সম্পর্কে কোনো কথা নেই।"

**(আল মুস্তাদরাক, কিতাবু মারিফাতুস সাহাবা, বাবুস সউমু জান্নাতু, হাদিস: ৫২০৬, ৪/২৯৯)**



www.dawateislami.net

## উজ্জ্বল ও প্রিয় চেহারা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে, কুরাইশের তিনজন ব্যক্তির চেহারা সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং প্রিয়, তাদের চরিত্রও সবার চেয়ে উত্তম এবং লজ্জা ও হায়াতেও তারা সবার চেয়ে অগ্রণী। (তারা এমন যে,) যদি তারা তোমার সাথে কথা বলে তবে মিথ্যা বলে না এবং যদি তুমি তাদের সাথে কথা বল তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। আর তারা হলেন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین ।

**(আল মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৬, ১/৫৬)**

## রাসূল প্রেমের বাস্তব উপমা

উহুদ যুদ্ধে যখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে বর্মের কড়া ঢুকে গিয়ে আহত হন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটা দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন এবং রাসূল প্রেমের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে সেই কড়াগুলো নিজের দাঁত দিয়ে বের করতে লাগলেন। প্রথম কড়াটি বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেল এবং দ্বিতীয় কড়াটি বের হলে দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙে যায়।

**(আল মুস্তাদরাক, কিতাবু মারিফাতুস সাহাবা, হাদিস: ৫২০৮, ৪/৩০০)**



www.dawateislami.net

# কাফের পিতার শিরচ্ছেদ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কুরআনে পাকের ২৬ নম্বর পারার সূরা ফাতাহ-এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ

**(পারা ২৮, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৯)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণী: "তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকের চেয়ে বেশি প্রিয় না হয়ে যাই।" **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদিস: ১৫, ১/১৭)** সমস্ত সাহাবা কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین এই দুইটি বাণীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন এবং কিছু সাহাবা কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین তো এর এমন বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন যা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণ করা হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও সেই সাহাবী যিনি ইসলাম এবং ইসলামের প্রচারক, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় কারো কোনো পরোয়া করেননি, কারণ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

(اَلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ) (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ও কারও সাথে শত্রুতা করা) এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তাই, হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন



www.dawateislami.net

জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর কাফের পিতা বদর বা উহুদের যুদ্ধের সময় তাঁর সামনে আসত কিন্তু সরে যেত। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে এবং যখন সে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি তার শিরচ্ছেদ করে দিলেন। (তাহযীবুত তাহযীব, হারফুল আইন, ৪/১৬৩)

## তাঁর সম্মানে অবতীর্ণ হওয়া আয়াত

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন তার পিতার শিরচ্ছেদ করলেন, তখন আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারীমা নাযিল করলেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا یُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓىٕكَ كَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ

(পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ২২)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আপনি পাবেন না ওইসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র, অথবা কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের লোক হয়, যাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

## সিদ্দিকে আকবরের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহিরি ওফাতের পর খিলাফতের ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকদেরকে বললেন: "এই দুইজন ব্যক্তি

আমার পছন্দের, অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا। এই দুজনের মধ্য যার ইচ্ছা বায়‘আত করে নাও।”

(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতুল আসহাব, নং: ১৩৪০ আমের বিন আব্দুল্লাহ, ২/৩৪২)

## তাঁর দৃষ্টিতে সিদ্দিকে আকবরের মর্যাদা

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -কে বললেন: “হে আবু উবায়দা! আমি কি আপনার (হাতে) বায়‘আত হবো না? কারণ আমি হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: আপনি এই উম্মতের আমীন। তিনি বললেন: “আমি এমন এক ব্যক্তির (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ) সামনে কিভাবে নামায পড়াতে পারি, যাকে প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের ইমাম বানিয়েছেন এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে পর্দা করার আগ পর্যন্ত তিনিই আমাদের ইমাম ছিলেন।”

(আল মুস্তাদরাক, যিকরে মানাকিবে আবি উবায়দা, হাদিস: ৫১৬৪, ৩/৩০০)

## প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের যবানে আশিকানে মুস্তফার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আমাদের অসহায়দের সাহায্যকারী, প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ও নম্র হলো (হযরত) আবু বকর, দ্বীনি বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর উমর,

লজ্জার ব্যাপারে সবচেয়ে সত্যবাদী উসমান, আল্লাহ পাকের কিতাব (তথা কুরআনুল করীমের) সবচেয়ে বড় ক্বারী উবাই বিন কাব, ইলমুল ফরায়েয সবচেয়ে বেশি জানে যায়েদ বিন সাবিত এবং হালাল ও হারামের বিষয়ে সবচেয়ে বড় আলিম হলো মুয়ায বিন জাবাল। আর শুনে রাখো! প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন থাকে, এই উম্মতের আমীন হলো আবু উবায়দা বিন জাররাহ।

**(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে মুয়ায বিন জাবাল, হাদিস: ৩৮১, ৪/৪৩৫)**

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "খেয়াল রাখতে হবে যে, এই গুণাবলী সমস্ত সাহাবার মধ্যে ছিল, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর মধ্যে (علي وجہ الکمال) (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে) ছিল এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর মধ্যে আমানতদারী ছাড়াও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু এই গুণটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল, তাই বলা হয়েছে যে, এই উম্মতের আমীন হলো আবু উবায়দা। এরদ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, বাকি সাহাবারা আমীন ছিলেন না বা হযরত আবু উবায়দার মধ্যে আমানতদারী ছাড়া অন্য কোনো গুণ ছিল না।" **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৩৪)**

## সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর আকাঙ্ক্ষা

একদা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর বন্ধুদের সাথে বসে ছিলেন, তিনি বললেন: "তোমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা কী?" কেউ বলল: "আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমার কাছে সোনায় ভরা একটি কামরা থাকত আর আমি



www.dawateislami.net

সবটা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতাম।” কেউ বলল: “যদি আমার কাছে হীরা-মুক্তা ভরা একটি কামরা থাকত আর আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতাম।” আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “যদি! আমার কাছে আবু উবায়দার মতো পুরুষে ভরা একটি কামরা থাকত। **(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৫১)**

## ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিচক্ষণতা

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! সাহাবা কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -এর কত সুন্দর ও উন্নত চিন্তা ছিল! তারা না খ্যাতির প্রত্যাশী ছিল, না দৌলতের, বরং দৌলত লাভের আগেই তারা তা থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করত। আমিরুল মুমিনন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ - এর বিচক্ষণতার প্রতি কুরবান! তাঁর আকাঙ্ক্ষা কত জ্ঞানগর্ভ! সম্পদ সদকা করার আকাঙ্ক্ষা রাখাও যদিও ভালো, কিন্তু সেটার প্রভাবের প্রশস্ততা এতটা নয়, বড়জোর এর উপকার একজন লোক বা কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির হবে। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর মতো বুদ্ধিমান, সাহসী ব্যক্তি থেকে পুরো মুসলিম জাতি উপকৃত হবে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কারণ হবে।

## খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের আকাঙ্ক্ষা

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ - এর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং তাঁর অধীনস্থদের সাথে উত্তম আচরণের মতো সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন। রাসূলে করীম



www.dawateislami.net

صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তাঁকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। এই কারণেই তাঁর ওফাতের সময় তার আকাঙ্ক্ষা এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "যদি আবু উবায়দা বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি আমার পরে তাকে খলিফা বানিয়ে দিতাম। যদি আমার রব কাল কিয়ামতে আমাকে আবু উবায়দাকে খলিফা বানানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, তুমি আবু উবায়দাকে কেন খলিফা বানিয়েছো? তাহলে আমি বলতাম: 'হে আমার প্রিয় পালনকর্তা! আমি তোমারই প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সত্যভাষী মুখ থেকে শুনেছি যে, প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন থাকে আর এই উম্মতের আমীন হলো আবু উবায়দা।" **(তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩/১৭২)**

## খলিফার জন্য নির্বাচন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি মুলাইকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে কাউকে খলিফা বানাতেন, তাহলে কাকে বানাতেন? তিনি বললেন: "আমার পিতাকে, অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে।" তারপর জিজ্ঞেস করা হলো: তাঁর পরে? তিনি বললেন: "উমরকে।" জিজ্ঞেস করা হলো: তাঁর পরে কাকে বানাতেন? তিনি বললেন: "আবু উবায়দা বিন জাররাহকে।"

**(সহীহ মুসলিম, ফাযায়িলুস সাহাবা, মিন ফাযায়িলু আবি বকর সিদ্দিক, হাদিস: ২৩৮৫, পৃ: ১৩০০)**

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকারক হযরত সায়্যিদুনা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ নববী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদিসে মুবারকায় আহলে সুন্নাতের এই মতের প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর খিলাফতের উপর কোনো স্পষ্ট নস (নির্দেশ) নেই, বরং খিলাফতের পদ তাঁকে অর্পণ করার বিষয়ে সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -এর ইজমা বা ঐক্যমত ছিল এবং তাঁকে (খিলাফতের বিষয়ে) অগ্রাধিকার দেওয়া তাঁর মর্যাদার কারণে ছিল। যদি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বা অন্য কারো খিলাফতের উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ থাকত, তাহলে সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -এর মধ্যে কখনও কোনো বিবাদ হতো না। **(সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা, ৮/১৫৫, ১৫তম অংশ)**

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এটা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا -এর নিজের অনুমান যে, যদি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার পরে খলিফাদের ক্রমানুসারে নিয়োগ করতেন, তাহলে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে নিয়োগ করতেন, তারপর হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে, তারপর হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে কারণ হযরত আবু উবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মধ্যে খিলাফতের সমস্ত যোগ্যতা, যেমন আমানতদারী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি সবই علي وجہ الکمال (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে) বিদ্যমান ছিল। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৩৫)**



www.dawateislami.net

# হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভদ্রতা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আবু বকর ভালো মানুষ, উমর ভালো মানুষ, আবু উবায়দা বিন জাররাহ ভালো মানুষ, উসাইদ বিন হুযাইর, সাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাস, মুয়ায বিন জাবাল, মুয়ায বিন আমর বিন জামূহ - এরা সবাই ভালো মানুষ।"

**(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে মুয়ায বিন জাবাল, হাদিস: ৩৮২০, ৫/৪৩৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত এই ব্যক্তিরা একটি মজলিসে একত্রিত হয়েছিলেন, যে কারণে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের সকলকে এই সম্মান দ্বারা সম্মানিত করেছেন যে, তাদের ফযিলত একত্রে বর্ণনা করেছেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫৪৫)**

# জান্নাতী হওয়ার সনদ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে,আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:"আবু বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ - এরা সবাই জান্নাতী।"

**(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে আব্দুর রহমান বিন আউফ, হাদিস: ৩৭৬৮, ৫/৪১৬)**



www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদিসের ভিত্তিতেই এই পবিত্র দলটিকে আশরায়ে মুবাশশারা বলা হয়। অর্থাৎ, একটি হাদিসেই এই দশজনকে নাম ধরে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। নতুবা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রত্যেক সাহাবীই مبشر با الجنة, আল্লাহ পাক (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৯৫-এ ইরশাদ) করেন: وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى **(কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর আল্লাহ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন)। এই নামগুলোর এই ধারাবাহিকতা স্বয়ং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ই দিয়েছেন, রাবী দেননি। এই ধারাবাহিকতা অনুসারেই তাদের মর্যাদা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৩৬)**

## খাগড়ার চাটায় আর পালানের বালিশ

হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন উরওয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর কাছে গেলেন এবং দেখলেন যে তিনি উটের পালের চাটায় পালানকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে আছেন। হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবু উবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! আপনি অন্যদের মতো আরামদায়ক বিছানায় কেন শুয়ে থাকেন না?" তিনি বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! আমার আরামের জন্য এটাই যথেষ্ট।"

**(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুয যুহদী, কালাম আবি উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ১, ৮/১৭৩)**



www.dawateislami.net

## ঘরের মোট জিনিসপত্র মাত্র তিনটি

হযরত সায়্যিদুনা মা'মার رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ তার বর্ণনায় বলেন যে, যখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ সিরিয়া দেশে এলেন, তখন সেখানকার বিশেষ ও সাধারণ সব মানুষ তাকে স্বাগত জানাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আমার ভাই কোথায়?" লোকেরা জিজ্ঞেস করল: "কে?" তিনি বললেন: "আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ।" লোকেরা বলল: "তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবেন।" তারপর যখন আবু উবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর কাছে এলেন, তখন তিনি বাহন থেকে নেমে সালাম করলেন, কুশল বিনিময় করলেন এবং তাঁর ঘরে গেলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তার ঘরে মাত্র তিনটি জিনিস দেখলেন - তলোয়ার, তীরের তূণ এবং উটের পাল।

**(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবারু উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ১০২৯, পৃ: ২০৩)**

## হযরত উমরের তাঁকে উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা তারিক বিন শিহাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ থেকে বর্ণিত, যখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সিরিয়া এলেন, পথে একটি নদী পার হওয়ার সময় তিনি তাঁর উট থেকে নামলেন, জুতো খুলে হাতে নিলেন এবং উটকে সাথে নিয়ে পানিতে নামলেন। আবু উবায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: "আজ আপনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় একটি কাজ করেছেন



www.dawateislami.net

(অর্থাৎ এটি আপনার মর্যাদার সাথে মানানসই নয়)।” হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত আবু উবায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর বুকে হাত মেরে বললেন: “হে আবু উবায়দা! হায়! যদি এই কথাটি তুমি ছাড়া অন্য কেউ বলত! নিঃসন্দেহে তোমরা আরব জাতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি ছিলে, তারপর আল্লাহ পাক দ্বীনে ইসলামের বদৌলতে তোমাদের সম্মানিত করেছেন, তাই যখনই তোমরা একে ছেড়ে অন্য কোথাও সম্মান খুঁজবে, আল্লাহ পাক তোমাদের অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে দেবেন।

**(শোয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খলক, হাদিস: ৮১৯৬, ৬/২৯১)**

## উম্মতের আমীনের আত্মত্যাগের স্পৃহা

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি থলিতে চারশ দিনার ভরে এক গোলামকে দিয়ে বললেন: “এগুলো হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর কাছে নিয়ে যাও, তারপর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে দেখবে তিনি এগুলো কোথায় খরচ করেন।” গোলাম সেই থলিটি নিয়ে আমীনুল উম্মত হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর কাছে গিয়ে আরয করল: “আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন যে, এই দিনারগুলো আপনার কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করতে।” তিনি বললেন: “আল্লাহ পাক আমিরুল মুমিনিনের উপর দয়া করুক।” তারপর তার দাসীকে ডেকে বললেন: “এই সাত দিনার অমুককে, এই পাঁচ দিনার অমুককে এবং এই পাঁচ দিনার অমুককে দিয়ে এসো।” এভাবে

তিনি সব দিনার শেষ করে দিলেন। গোলাম আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ -এর খেদমতে হাযির হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল।

এরপর আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ততগুলোই দিনার আরেকটি থলিতে ভরে গোলামের হাতে দিয়ে বললেন: "এটা হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর কাছে নিয়ে যাও এবং কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে দেখবে তিনি এগুলো কোথায় ব্যয় করেন?" গোলাম থলিটি নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ -এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল: "আমিরুল মুমিনিন বলছেন, এই টাকা দিয়ে আপনার কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে।" হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বললেন: "আল্লাহ পাক আমিরুল মুমিনিনের উপর অনুগ্রহ দান করুক।" অতঃপর তাঁর দাসীকে ডেকে বললেন: "এতগুলো দিরহাম অমুকের ঘরে, এতগুলো অমুকের ঘরে পৌঁছে দাও।" ওই সময় তাঁর স্ত্রী এই কথাটি জানতে পেরে আরয করলেন: "আল্লাহ পাকের শপথ! আমরাও মিসকিন, আমাদেরও কিছু দিন।" সেই সময় থলিতে মাত্র দুই দিনার বাকি ছিল, তিনি সেই থলিটি দিনার সহ তার স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। গোলাম আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ -এর দরবারে হাযির হয়ে পুরো ঘটনা শোনাল। এটা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেন: "নিঃসন্দেহে সমস্ত সাহাবী একে অপরের ভাই।" **(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবারুল হাসান বিন আবিল হাসান, হাদিস: ১৫৬২, পৃ: ২৮৩)**

## দুনিয়া নিজের জালে ফাঁসাতে পারেনি

একটি বর্ণনায় এমন আছে যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে বললেন: "কিছু রুটি খাওয়াও।" তিনি তার থলে থেকে রুটির কিছু শুকনো টুকরো বের করে পেশ করলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এটা দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "হে আবু উবায়দা! দুনিয়া তোমাকে তার জালে ফাঁসাতে পারেনি।" **(মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবুল আশারাতুল মুবাশশারা, হাদিসের পাদটীকা: ৬১২০, ১০/৪৯৪)**

## হায়! আমি কোনো মেষশাবক হতাম

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জান্নাতের সনদ পেয়েও সমস্ত সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনও আল্লাহ পাকের গোপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উদাসিন হননি, বরং কিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা এবং আমলের হিসাব - এই সমস্ত পরকালের বিষয়গুলো তাদের কখনও শান্তিতে থাকতে দিত না। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এরও এই অবস্থাই ছিল। তাই যখন তাঁর উপর খোদাভীতি প্রভাব বিস্তার করতো, দুনিয়ার পরীক্ষামূলক জীবন এবং তার ফিতনা দেখে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে বলে উঠতেন: "যদি! আমি কোনো মেষশাবক হতাম, যাকে ঘরের লোকেরা যবেহ করত এবং (রান্না করে) তার মাংস খেয়ে নিত এবং ঝোল বানিয়ে পান করে নিত।"

**(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ২৫/৪৮২)**



www.dawateislami.net

## আমি যদি চামড়ার কোনো অংশ হতাম!

হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেছেন: "কোনো ফর্সা বা কালো, স্বাধীন বা গোলাম, অনারবি বা আরবি যার সম্পর্কে আমি জানব যে সে তাকওয়া ও পরহেজগারিতে আমার চেয়ে উন্নত, আমি পছন্দ করব যে ,আমি তার চামড়ার কোনো অংশ হতাম।"

**(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবার উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ১০২৭, পৃ: ২০৩)**

## কবর ও হাশরের ভয়াবহতা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠার কিতাব "গীবতের ধ্বংসলীলা"-এর ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সত্যিই আখেরাতের বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। কী জানি আজই মৃত্যু এসে যায় আর দেখতে দেখতে আমরা অন্ধকার কবরে পৌঁছে যাই। প্রথমত, মৃত্যুর চিন্তাই প্রাণকে গলিয়ে দেয়, তার উপর আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ না করুক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার ভয়াবহ আযাব কিভাবে সহ্য করব?

ফিকরে মাআশ বদ বালা হোলে মাআদ জাঁ গুযা
লাখো বালা মে ফাঁসনে কো রুহ বদন মে আয়ি কিঁউ



www.dawateislami.net

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ৯৩৪ থেকে ৯৩৭-এ মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্বের কিছু চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন: মৃত্যুর তাজা আঘাত সহ্য করা ওই রূহ (যা বের হওয়ার সময়) যার সামান্য ঝটকাই একশ তলোয়ারের আঘাতের সমান, যার আঘাত হাজার তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও কঠিন, বরং মালাকুল মওত (عَلَيْهِ السَّلَام)-কে দেখাই হাজার তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশি। সেই নতুন জায়গা, সেই নিরেট একাকীত্ব, সেই চারিদিকে ভয়ানক নিঃসঙ্গতা, তার উপর মুনকার-নাকীরের হঠাৎ আগমন, সেই ভয়ানক রূপ দেখানো যে মানুষ দিনের বেলায় হাজার হাজার মানুষের ভিড়েও দেখলে জ্ঞান হারাবে। কালো রঙ, নীল চোখ ডেগের সমান বড়, চকচকে ধাতুর মতো জ্বলন্ত, শ্বাস আগুনের শিখার মতো, ষাঁড়ের শিংয়ের মতো লম্বা ও ধারালো দাঁত, মাটিতে ঘষটানো মাথার জটপাকানো চুল, লম্বা দেহ ওয়ালা ও এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত মঞ্জিল (অর্থাৎ অসংখ্য কিলোমিটার)-এর দূরত্ব, হাতে লোহার সেই গদা (অর্থাৎ হাতুড়ি) যা যদি এক জনপদের লোক বরং জিন ও ইনসান একত্রিত হয়েও তুলতে চায়, তুলতে পারবে না, সেই অসহ্যকর ভয়ানক আওয়াজ, সেই দাঁত দিয়ে মাটি চিরে প্রকাশ হওয়া, তারপর বিপদের উপর বিপদ এই যে, সরাসরি কথা না বলা, এসেই ঝাঁকুনি দেওয়া, সময় না দেওয়া, কর্কশ আওয়াজে পরীক্ষা নেওয়া।



www.dawateislami.net

وَحَسۡبُنَا اللّٰهُ وَنِعۡمَ الۡوَكِيۡلُ ارۡحَمۡ ضُعۡفَنَا يَا كَرِيۡمُ يَا جَمِيۡلُ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلَى نَبِيِّ الرَّحۡمَةِ وَآلِهِ الۡكِرَامِ وَسَائِرِ الۡأُمَّةِ أٰمِيۡنَ أٰمِيۡنَ يَا أَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ

**অনুবাদ:** আর আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। হে দয়াময়! আমাদের দুর্বলতার উপর দয়া ও করুণা করুন। হে অনন্য পালনকর্তা! রহমতের নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর সম্মানিত বংশধর এবং বাকি সমস্ত উম্মতের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন। أٰمِيۡنَ, أٰمِيۡنَ, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়!

খাড়ে হে মুনকার নাকির সার পর না কোয়ি হামী না কোয়ি ইয়াওয়ার
বাতা দো আ কর মেরে পয়ম্বর কে সাখতে মুশকিল জাওয়াবে মে হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজ যদি আমাদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আচরণে অনেক পরিবর্তন এসে যায়। আমরা আমাদের অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের কথাও শুনতে পছন্দ করি না এবং মনে এই ভুল ধারণা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, আমার কথাটাই চূড়ান্ত, আমার সিদ্ধান্তই অটল। অধীনস্থ কেউ ভালো পরামর্শ দিলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি, বরং কখনো কখনো তার মনও ভেঙে দিই। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর জীবনের এই মহান দিকটাও দেখুন যে, সেনাপতি ও ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত



www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -এর বলা যুদ্ধকৌশল মনোযোগ দিয়ে শুনে শুধু তার অনুমতিই দেননি, বরং খুশি প্রকাশ করে তার উৎসাহও বাড়িয়েছেন, যদিও তিনি তাঁরই অধীনস্থ ছিলেন।

যেমন,একবার হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ সিরিয়া বিজয়ের সময় রোমানদের গর্ব ও অহংকার ভাঙার জন্য মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে সমস্ত গোলামদের একত্রিত করলেন, ইসলামী বাহিনীতে গোলামদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তাদের সবাইকে সশস্ত্র হয়ে দূর্গের দিকে গিয়ে হামলা করার আদেশ দিলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ জানতে পারলেন, তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: "হে আবু সুলাইমান! সম্ভবত আপনার এই প্রস্তাব দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না, এই চার হাজার গোলাম দূর্গে হামলা করে বিজয় অর্জন করতে পারবে না।"

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ নম্র স্বরে উত্তর দিয়ে আরয করলেন: "হে সর্দার! আপনি আমাকে এর অনুমতি দিন। আমি গোলামদের দূর্গ জয় করার উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছি না, বরং সংক্ষিপ্ত কথায় তাদের এই বার্তা দিতে চাই যে, হে ক্রুশের পূজারীরা! আমাদের চোখে তোমাদের কোনো মূল্য নেই, আমাদের কাছে তোমাদের এতটুকুও গুরুত্ব নেই যে, তোমাদের মতো নিচু ও কাপুরুষদের সাথে আমরা নিজেরা যুদ্ধ করার কষ্ট স্বীকার করব। তোমাদের নিচুতা ও মূর্খতা মাথায় রেখে আমরা আমাদের



www.dawateislami.net

গোলামদের তোমাদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছি।” হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর এই প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন এবং খুশি হয়ে তাঁকে এর অনুমতি দিলেন। **(ফাতহুশ শাম, প্রথম খন্ড, ১৩৪ পৃ:)**

## আমিরুল মুমিনিনের খেদমতে পত্র

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সত্যিই আমাদের পূর্বপুরুষরা না সত্য কথা গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করতেন, না সত্য কথা বলতে কোনো দ্বিধা বোধ করতেন। বরং সামনে যতই বড় পদাধিকারী থাকুক না কেন, তারা নির্ভয়ে তাদের মনের কথা প্রকাশ করতেন। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সূকাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন যে, আমি হযরত নুয়াঈম বিন আবি হিন্দ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ -এর কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাকে একটি কাগজ বের করে দেখালেন, যাতে লেখা ছিল: “এই চিঠি আবু উবায়দা বিন জাররাহ ও মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর পক্ষ থেকে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর প্রতি।”

"اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ! হামদ ও সানার পর! আমরা উভয়ে আপনার খেদমতে আরয করছি যে, যে বিষয়টি (অর্থাৎ খিলাফত) আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে, তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে এই উম্মতের লাল ও কালোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনার কাছে সম্মানিত ও নগন্য, শত্রু ও বন্ধু সবাই বিচার চাইতে আসবে এবং ন্যায়বিচার প্রত্যেকের অধিকার। হে উমর! ভেবে দেখুন যে, সেই



www.dawateislami.net

সময় আপনার অবস্থা কেমন হবে। আমরা আপনাকে সেই দিনের ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছি যেদিন মানুষের চেহারা ঝুঁকে যাবে, অন্তর কেঁপে উঠবে এবং সমস্ত যুক্তি শেষ হয়ে যাবে। কেবল এক প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ পাকের দলিল তাঁর মহানত্বের সাথে প্রকাশ পাবে এবং সৃষ্টি তার সামনে তুচ্ছ হবে, তার রহমতের আশা এবং আযাবের ভয় থাকবে। আর আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি যে, শেষ যমানায় এই উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, লোকেরা বাহ্যিকভাবে তো একে অপরের ভাই হবে কিন্তু অন্তরে শত্রু হবে। আমরা আল্লাহ পাকের কাছে এই কথা থেকে আশ্রয় চাই যে, এই চিঠি আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন কথা পৌঁছাবে যা আমাদের অন্তরে নেই। আমরা কেবল আপনার হিতাকাঙ্ক্ষার জন্যই আপনাকে এই চিঠি লিখেছি। وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এই চিঠির উত্তর এভাবে দিয়েছিলেন: এই চিঠিটি উমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর পক্ষ থেকে আবু উবায়দা বিন জাররাহ এবং মুয়ায বিন জাবাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর প্রতি।

السلام علیکما হামদ ও সানার পর! আমি আপনাদের চিঠি পেয়েছি যাতে আপনারা উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার বিষয়টি কঠিনতর এবং আমাকে এই উম্মতের লাল ও কালোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমার সামনে উঁচু ও নিচু, শত্রু ও বন্ধু আসবে, নিঃসন্দেহে প্রত্যেকেরই ন্যায়বিচারের অধিকার রয়েছে।” আপনারা উভয়ে লিখেছেন যে, “হে উমর! সেই সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে?" নিঃসন্দেহে উমরকে আনুগত্যের তাওফিক এবং গুনাহ



www.dawateislami.net

থেকে বাঁচার শক্তি দেওয়ার মালিক কেবল আল্লাহ পাকের আর আপনারা আমাকে লিখেছেন যে, আপনারা আমাকে সেই বিষয়ের ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন যা থেকে পূর্ববর্তী উম্মতদের ভয় দেখানো হয়েছিল। রাত ও দিনের পরিবর্তন মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে প্রত্যেক দূরবর্তীকে নিকটবর্তী এবং প্রত্যেক নতুনকে পুরানো করে দিয়েছে, এবং প্রত্যেক আগমনকারীকে হাযির করে দিয়েছে। যতক্ষণ না মানুষ তাদের ঠিকানা জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। তারপর আপনারা উভয়ে এই কথাও প্রকাশ করেছেন যে, "শেষ যমানায় এই উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, লোকেরা বাহ্যিকভাবে ভাই ভাই হবে এবং অন্তর থেকে একে অপরের শত্রু হবে।" কিন্তু আপনারা তো এমন নন এবং এটাও সেই যমানা নয়, কারণ এই যমানায় আল্লাহ পাকের প্রতি আকর্ষণ এবং তার ভয় প্রকাশ পায়। লোকেরা দুনিয়ার সংশোধনের জন্য একে অপরের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে । আর শেষে লিখেছেন যে, আপনারা আল্লাহ পাকের কাছে এই কথা থেকে আশ্রয় চান যে, আমি এই চিঠি পড়ে সেই অর্থ নেব যা আপনাদের অন্তরে নেই, যেহেতু আপনারা তো হিতাকাঙ্ক্ষার জন্যই লিখেছেন। আপনারা উভয়ে সত্য বলেছেন। আমি ভবিষ্যতেও আপনাদের চিঠির অপেক্ষায় থাকব, আমি আপনাদের (হিতাকাঙ্ক্ষা) থেকে উদাসীন নই। والسلام علیکما

**(আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুয যুহদ, কালাম ওমর বিন খত্তাব, হাদিস: ১০, ৮/১৪৮)**



www.dawateislami.net

# পদের জন্য আল্লাহর প্রশংসা

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللہُ عَنْہُ যখন ফিলিস্তিনে বিজয় লাভ করলেন, তখন তিনি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এবং তার সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -কে সমস্ত বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য হযরত সায়্যিদুনা আমির বিন তুসী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -এর হাতে একটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রথমে এই পত্রটি আমিরুল মুমিনিনের কাছে পৌঁছায়। তিনি সেই পত্রটি পড়ে মুসলমানদেরকে শোনান, মুসলমানরা এটা শুনে খুশিতে তাকবীর ও তাহলীলের ধ্বনি দিতে থাকে। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আমির رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -এর কাছ থেকে সিরিয়ার পরিস্থিতি জানতে চান। যেহেতু সেই সময় সিরিয়া বিভিন্ন ফিতনার কবলে ছিল এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং সরল প্রকৃতির ছিলেন এবং সেই ফিতনা বোঝা অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ আকাবের সাহাবা কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -এর পরামর্শে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -এর জায়গায় হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ -কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এই খবর পেলেন, তখন তিনি খুব খুশি হলেন এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বললেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আনুগত্য তো আল্লাহ পাক ও রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর খলিফার জন্য।” তারপর তিনি হযরত

সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর নিয়োগের খবর নিজে গিয়ে মুসলমানদেরকে শোনান।

**(ফাতুহুশ শাম, খালিদ বিন ওয়ালিদ ফিশ শাম, প্রথম খন্ড, ২০ থেকে ২৪ পৃ:)**

## আমীনুল উম্মত এবং সাইফুল্লাহর মাদানী কথোপকথন

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর এই আদেশপত্র পাওয়ার পর যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী বাহিনীর সাথে সেই স্থানে পৌঁছলেন যেখানে সাইফুল্লাহ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর বাহিনীর সাথে রোমানদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, যেহেতু সেই সময় হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘোড়ায় উপর আরোহিত ছিলেন, তিনি তার ঘোড়া থেকে নামতে চাইলেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কসম দিয়ে নামতে নিষেধ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর প্রতি অনেক ভালোবাসা রাখতেন, উভয়ে একে অপরের সাথে উৎফুল্ল মনে মুসাফাহা করলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কথোপকথন শুরু করে বললেন: হে আবু সুলাইমান! যখন আমিরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর পত্রের মাধ্যমে এই খবর পেলাম যে, আপনাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন আমার অসম্ভব খুশি হয়েছি। আমি আপনার যুদ্ধ দক্ষতার ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে অবগত আছি, আমার অন্তরে আপনার জন্য বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।



www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: আল্লাহর কসম! আমি কোনো সিদ্ধান্ত আপনার সাথে পরামর্শ ছাড়া করব না। আল্লাহর কসম! যদি আমিরুল মুমিনিনের আদেশ না হতো তাহলে আমি আপনার উপস্থিতিতে কখনও এই পদ গ্রহণ করতাম না, কারণ আপনি আমার আগে ঈমান এনেছেন। আপনি তো এমন এক সাহাবীয়ে রাসূল যে, রাসূলের দরবার থেকে আমীনুল উম্মত হওয়ার সনদ পেয়েছেন। তারপর হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -ও ঘোড়ায় চড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে সাথে নিয়ে বাহিনীর শিবিরে চলে গেলেন। **(ফাতহুশ শাম, প্রথম খন্ড, ৩৫ পৃ:)**

## পদ নিয়ে পরীক্ষা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সত্যিই যখন কাউকে পরীক্ষা করা হয়, তখন পদ দিয়ে নয় বরং পদ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

সাহাবা কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان প্রথমত কোনো দুনিয়াবী পদের আকাঙ্ক্ষাই করতেন না, বরং তা থেকে দূরে পালাতেন আর যদি কখনও তাদের কোনো পদ দেওয়া হতো, তাহলে তা পূর্ণ দায়িত্ববোধের সাথে পালন করতেন। আর যখন সেই পদ নিয়ে নেওয়া হতো, তখন তার উপর রাগ করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতেন এবং এমনভাবে খুশি হতেন যেন কোনো বড় বোঝা তাদের মাথা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অবস্থা এমন যে, পদের পিছনে এমনভাবে দৌড়াই যেন আখেরাতের সাফল্যের ভিত্তিই এর উপর।



www.dawateislami.net

আর যখন পদ পেয়ে যাই, তখন হয়তো এই দায়িত্ববোধের সাথে তা পালন করার চেষ্টা করি। আর যখন সেই পদ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন গীবত, অপবাদ, মিথ্যাচারের স্তূপ জমে যায়। হায় যদি! আমরাও সাহাবা কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان -এর জীবনচরিতের উপর আমলকারী হয়ে যেতাম এবং কোনো পদ পাই বা না পাই, আমাদের অন্তর গীবত, অপবাদ, মিথ্যাচারের মতো অভ্যন্তরীণ রোগ থেকে পবিত্র থাকতো।

## তাঁর কারামত, অতুলনীয় মাছ

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪২ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ "কারামতে সাহাবা"-এর ১৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "তিনি (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) তিনশ মুজাহিদে ইসলামের বাহিনীর সেনাপতি হয়ে 'সাইফুল বাহার'-এ জিহাদের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে বাহিনীর খাবার শেষ হয়ে গেল, এমনকি চব্বিশ ঘণ্টায় একটি করে খেজুর মুজাহিদদের খাবার হিসেবে দেওয়া হচ্ছিল। তারপর সেই খেজুরও শেষ হয়ে গেল। এখন ক্ষুধার্ত হয়ে (অর্থাৎ ক্ষুধায় মরে যাওয়া) ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এই সময় আপনার এই কারামত প্রকাশ পেল যে, হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তীরে একটি বিশাল মাছ ফেলে দিল এবং সেই মাছটি এই তিনশ মুজাহিদের বাহিনী আঠারো দিন ধরে পেট ভরে খেতে থাকল এবং তার চর্বি নিজেদের শরীরে মাখতে থাকল যতক্ষণ না সবাই সুস্থ ও সবল



www.dawateislami.net

হয়ে গেল। এরপর যাওয়ার সময় সেই মাছের কিছু অংশ কেটে সাথে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে এল এবং হুযুরে আকদস صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর খেদমতে সেই মাছের একটি টুকরো পেশ করল। যা তিনি আহার করলেন এবং বললেন, এই মাছটিকে আল্লাহ পাক তোমাদের রিযিক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এই মাছটি কত বড় ছিল, তা লোকদের দেখানোর জন্য সেনা প্রধান হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আদেশ দিলেন যে, এই মাছের দুটি পাঁজরের হাড় মাটিতে পুঁতে ফেলো। এই মাছের দুটি পাঁজরের হাড় মাটিতে পুঁতে দেওয়া হলো, তখন এত বড় একটি খিলান তৈরি হলো যে, তার নিচ দিয়ে উটের পিঠে পালান বাঁধা অবস্থায় উট পার হয়ে গেল।

**(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতু সাইফুল বাহার, হাদিস: ৪৩৬০, ৪৩৬১, ৩/১২৭)**

## একটি কারামতের মধ্যে অনেক কারামত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এমন সময়ে যখন বাহিনীর খাদ্যের সমস্ত সামগ্রী শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বাহিনীর সৈন্যদের জন্য ক্ষুধায় মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, তখন একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই এই মাছটি স্থলে পাওয়া যাওয়াকে কারামতই বলা যেতে পারে। অতঃপর এত বড় মাছ যে, তিনশ ক্ষুধার্ত সৈন্য সেই মাছটি কেটে কেটে আঠারো দিন ধরে পেট ভরে খেল, এটা একটা দ্বিতীয় কারামত। তারপর মাছ এমন একটি জিনিস যা মরার পর দুই-চার দিনের মধ্যে পচে গলে পানি হয়ে যায়, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী মাসখানেক ধরে এই মরা মাছটি মাটিতে রোদে পড়ে



www.dawateislami.net

থাকার পরও একেবারে তাজা ছিল, তাতে কোনো দুর্গন্ধও হয়নি এবং তার স্বাদও বদলায়নি, এটা তৃতীয় কারামত। সুতরাং, এই অদ্ভুত মাছটি পাওয়া যাওয়া একটি কারামতের ভিতর কয়েকটি কারামত প্রকাশ পেয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ইসলামী সেনার প্রধান হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ জান্নাতী সাহাবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য এক কারামত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

## নিজের অধীনস্থদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা

সিরিয়া দেশে যখন প্লেগ রোগের মহামারী ছড়িয়ে পড়ল, তখন মুসলিমদের একটি বাহিনী জর্ডানে ছিল, যার সেনাপতি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -কে তার কাছে ডাকার জন্য তার দিকে একটি পত্র প্রেরণ করলেন, যাতে লেখা ছিল: "আমাদের একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যেই ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করা অত্যন্ত জরুরি। তাই, আমার এই পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই আপনি সফরের প্রস্তুতি নিবেন। যদি রাতে পান, তবে সকালের, আর যদি সকালে পান তবে সন্ধ্যার অপেক্ষা করবেন না।" হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ পত্রটি পড়েই উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন: "আমাকে আমিরুল মুমিনিনের প্রয়োজন ভালোভাবেই জানা আছে, নিশ্চয়ই আমিরুল মুমিনিন সেই ব্যক্তির জীবন চান

যার মৃত্যু নির্ধারিত।” তিনি হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে উত্তরে লিখলেন: “আমার আপনার প্রয়োজনের ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই জানা আছে। আপনি আমাকে ডাকার ইচ্ছা ত্যাগ করুন, কারণ আমি মুসলিমদের এই বাহিনীর মধ্যে আছি, যেটাকে একা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” যখন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট এই উত্তর পৌঁছল, তখন তিনি সেটা পড়ে কাঁদতে লাগলেন। (সম্ভবত তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ এবং তার বাহিনীর সঙ্গীদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা দেখে খুশির অশ্রু ফেলছিলেন) জিজ্ঞেস করা হলো: “আবু উবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন?" তিনি বললেন: “না।” তারপর তিনি আরেকটি পত্র তার দিকে প্রেরণ করলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল এমন যে, “জর্ডান হলো সিংহদের অসুস্থ করার ভূমি এবং জাবিয়ার ভূমি মনোরম। আপনি মুসলিমদেরকে জাবিয়ায় নিয়ে যান।” এই পত্রটি পড়ার সাথে সাথেই হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “আমরা আমিরুল মুমিনিনের এই হুকুমের প্রতি মন ও প্রাণ দিয়ে আনুগত্য করি।”

**(আল মুস্তাদরাক, কিতাবু মারিফাতুস সাহাবা, যিকরু ওয়াফাতু আবি উবায়দা, হাদিস: ৫১৯৫, ৪/২৯৬)**

## দায়িত্ববোধের কথা কী আর বলবো!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর দায়িত্ববোধের কথা কী আর বলবো! তার জানা ছিল যে, আমিরুল মুমিনিন আমাকে প্লেগের কারণে ডাকছেন, কিন্তু তিনি এই কষ্টের প্রতি বিন্দু পরিমাণ গুরুত্ব দেননি



www.dawateislami.net

এবং তার অধীনস্থ বাহিনীর মুজাহিদদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মেনে নেননি। বরং উত্তম উপায়ে আমিরুল মুমিনিনের ইচ্ছাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই কারণেই তো আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে প্রশংসা করে অন্যদিকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

## মুমকিন নেহী কেহ খাইরে বাশার কো খবর না হো

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী বাহিনীর সাথে 'শিযর' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। প্রতিদিন কিছু মুসলমান কাঠ সংগ্রহ করার জন্য জঙ্গলে যেত এবং তা জ্বালিয়ে খাবার ইত্যাদি রান্না করত। একদিন যখন তারা গেল, তখন আর ফিরে আসেনি। জানা গেল যে, জাবালা বিন আইহামের বাহিনী তাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে এবং তার বাহিনীর সংখ্যাও বেশ ভালোই ছিল। হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর অনুমতিতে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দশজন সাহাবা কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -কে সাথে নিয়ে সেই মুসলিম বন্দীদের ছাড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। এখনও পথেই ছিলেন যে, তাদের মোকাবেলা কাফেরদের এমন এক বাহিনীর সাথে হলো, যা প্রায় দশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সহ দশজন সাহাবা কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন যে, কাফেরদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, অর্থাৎ একজন মুসলমান কাফেরদের এক হাজার জনের মোকাবেলা করছিল। অবশেষে



www.dawateislami.net

মুসলমানরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং কাফেররা দৃশ্যত তাদের উপর বিজয় হতে লাগল। ঠিক সেই সময় 'শিযর' নামক স্থানে ইসলামী সৈন্যদের আমীর হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার তাঁবুতে আরাম করছিলেন যে, হঠাৎ ঘাবড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। এই হঠাৎ আদেশে সমস্ত লোক ঘাবড়ে গেল এবং তাঁর খেদমতে আরয করল: "হুযুর! কী ব্যাপার? আপনি হঠাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিলেন।" তিনি বললেন: "এইমাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমাকে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এসে জাগিয়েছেন এবং বলেছেন: হে ইবনে জাররাহ! তুমি ঘুমাচ্ছ আরে খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাহায্য করতে যাও, তাকে কাফেররা ঘিরে ফেলেছে।" এই কথা শোনা মাত্রই পুরো বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিল। যেই মাত্রই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর কাছে পৌঁছল, কাফেররা ইসলামী বাহিনীকে দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করল এবং এমন জোরালো হামলা করল যে, তাদের পা উপড়ে গেল এবং তাদের ভয়ানক পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলো, এবং সমস্ত মুসলিম বন্দীদেরও ছাড়িয়ে আনা হলো।

**(ফাতহুশ শাম, জাবালাতু ইউহারিবু খালিদান, প্রথম খন্ড, ১১৫ পৃ:)**

**ফরিয়াদ উম্মতী জো করে হালে যার মেঁ**
**মুমকিন নেহী কেহ খাইরে বশর কো খবর না হো**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# নির্জনতায় মদীনার চিন্তা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর খেদমতে হাযির হয়ে দেখল যে, তিনি কাঁদছেন। সে আরয করল: "হুযুর! কোন বিষয়টি আপনাকে কাঁদাচ্ছে?" তিনি বললেন: "একদিন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের হাতে হওয়া বিজয়গুলোর কথা বলছিলেন। তিনি সিরিয়ার কথাও উল্লেখ করলেন এবং আমাকে বললেন: 'হে আবু উবায়দা! যদি মৃত্যু তোমার থেকে বিলম্বিত হয়, তাহলে তোমার জন্য তিনজন খাদেমই যথেষ্ট: (১) একজন খাদেম যে তোমার সেবা করবে, (২) একজন যে তোমার সাথে সফর করবে, (৩) একজন যে তোমার পরিবার অর্থাৎ ঘরের লোকদের সেবা করবে। এভাবেই তোমার জন্য তিনটি বাহনই যথেষ্ট: (১) তোমার সফরের বাহন, (২) তোমার বোঝা বহনকারী বাহন, (৩) তোমার গোলামের বাহন। শুধু এই কথাটির কারণেই আমি কাঁদছি, কারণ আমি দেখছি যে, আমার ঘর তো ছোট ছোট জিনিস দিয়েও ভরা, এবং আমার আস্তাবল ঘোড়া ও খচ্চর দিয়ে পূর্ণ। আমাকে এই চিন্তাটি গ্রাস করে ফেলছে যে, আমি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাথে কিভাবে দেখা করব? কারণ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার সাথে সেই অবস্থায় মিলবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়েছিলাম।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ফাযায়িলুস সাহাবা, হাদিস: ৩৬৬৫৮, ৭/৯৪ পৃ:, ১৩তম অংশ) (রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৫৩)**



www.dawateislami.net

# হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর হিকমতে আমলী

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর খিলাফতকালে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সিরিয়ার অভিভাবক ছিলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর খিলাফতের যুগ এলো, তখন তিনি হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -কে পদচ্যুত করে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -কে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। নতুন নিয়োগের এই পত্রটি যুদ্ধের সময় পাওয়া গিয়েছিল, তাই হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হিকমতে আমলীর পরিচয় দিয়ে এটি লুকিয়ে রাখলেন। যখন যুদ্ধ শেষ হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তার পদচ্যুতি এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর নিয়োগের কথা জানতে পারলেন। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর কাছে গিয়ে বললেন: "আপনি আমাকে এই পত্রের বিষয়ে কেন বলেননি, যাতে আপনার নিয়োগের আদেশ ছিল, গভর্নরের পদ আপনার কাছে ছিল, তবুও আপনি আমার পিছনে নামায পড়তেন?" হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ স্নেহভরে বললেন: "আল্লাহ পাক আপনার মাগফিরাত করুক, আমি আপনাকে বলিনি কিন্তু অন্য লোকেরা আপনাকে বলে দিয়েছে। আমি যুদ্ধের শেষ হওয়ার অপেক্ষা

করছিলাম। যদি যুদ্ধের সময় বলতাম, তাহলে হয়তো যুদ্ধের বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতো। আমার ইচ্ছা এটাই ছিল যে, উপযুক্ত সময়ে আপনাকে বলে দিব। আর এমনিতেও আমার গভর্নরের পদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই এবং আমি দুনিয়ার জন্য কোনো আমল করি না, কারণ আমি জানি দুনিয়া একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে।" আর আমরা তো একে অপরের ইসলামী ভাই, আল্লাহর হুকুম কায়েমকারী। এমন লোকদের এই কথায় কী আসে যায় যে, তাদের কেউ দুনিয়াবী বা ধর্মীয় বিষয়ে শরীক করেছে কি না? কিন্তু গভর্নর সাধারণ মানুষের চেয়ে ফিতনার বেশি নিকটবর্তী হয় এবং তার থেকে ভুলের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। ভুল থেকে তো সেই ব্যক্তিই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচান।" এই বলে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর পত্রটি হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে দিয়ে দিলেন।

**(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, ২/৩৫৩)**

## জ্ঞান প্রচারের মহান স্পৃহা

হযরত সায়্যিদুনা 'ইয়ায বিন গুতাইফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমরা হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে গেলাম। তার স্ত্রী পাশেই বসেছিলেন এবং তাঁর মুখ দেয়ালের দিকে ছিল। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম: "তার রাত কেমন কেটেছে?" তিনি বললেন: "ভালো কেটেছে।" কাজেই হঠাৎ তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: "আমার রাত ভালো কাটেনি।" আর বলতে লাগলেন:

“তোমরা কি আমার কাছ থেকে কোনো ইলমী কথা জিজ্ঞেস করবে না?", আমরা খুব অবাক হলাম (যে, এত কঠিন রোগের সময়েও) জ্ঞান প্রচারের কেমন মহান আগ্রহ রাখেন) আমরা আরয করলাম: “কেন নয়?" তিনি বললেন: “আমি নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, রোগীর সেবা করে, রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়, তার জন্য দশ গুণ সাওয়াব রয়েছে। রোযা এমন এক ঢাল যেটাকে কোনো জিনিস ভেদ করতে পারে না এবং আল্লাহ পাক যাকে কোনো শারীরিক রোগে আক্রান্ত করেন, সেই রোগ তার জন্য মাগফিরাতের কারণ হয়।”

**(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৪৭/২৬০)**

## রোযাদারের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জ্ঞান প্রচারের এই স্পৃহা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবার থেকেই পেয়েছিলেন। আর তিনি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে রমযানের রোযা রাখে এবং তিনটি জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি।” হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই তিনটি জিনিস কী কী? তিনি বললেন: “জিহ্বা, পেট এবং লজ্জাস্থান।”

**(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৫৪ পৃ:, ১৬৬ পৃ:)**

## উপদেশপূর্ণ অসিয়ত

যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি বললেন: "আমি এমন এক উপদেশ দিচ্ছি, যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তাহলে কখনোই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। নামায কায়েম কর, রমযানের রোযা রাখ, সদকা কর, হজ্ব কর, উমরা কর, একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার কর, তোমাদের আমীরদের (শাসকদের) উপদেশ দাও, তাদের ধোঁকায় রেখো না, দুনিয়া যেন তোমাদের ধ্বংস না করে। নিঃসন্দেহে যদি কোনো ব্যক্তি হাজার বছরও বেঁচে থাকে, তবুও মৃত্যু তাকে পরাজিত করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম সন্তানদের তাকদীরে মৃত্যু লিখে দিয়েছেন, তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সে, যে তার রবের সবচেয়ে বেশি আনুগত্য করে এবং আখেরাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও রহমত বর্ষিত হোক। হে মুয়ায! মানুষের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখো।"

**(আর রিয়াযুন নাদ্বরা, উবায়দা বিন জাররাহ, ২/৩৫৮ পৃ:)**

## জাহিরি বেছাল

যখন সিরিয়ায় প্লেগ রোগের মহামারী ছড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি লোকদের খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন: "হে লোক সকল! এই রোগ তো রবের রহমত, তোমাদের নবীর দোয়া এবং তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হওয়া সৎ লোকদের মৃত্যুর কারণ।" তারপর তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন যে, এই রোগ



www.dawateislami.net

থেকে তাঁকেও যেন অংশ দেওয়া হয়। তাঁর দোয়া কবুল হলো আর তিনি এর কয়েকদিন পর প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তে যাচ্ছিলেন, পথেই ইন্তেকাল করলেন এবং প্লেগের কারণে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৬৮/১০৮) (আল আসাবাতু ফি তামিযিস সাহাবা, নং: ৪৪১৮, আমের বিন আব্দুল্লাহ, ৩/৪৭৮)**

তাঁর জাহিরি বেছাল ১৮ হিজরীতে সিরিয়ার 'উরদুন' শহরে হয়েছিল, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর এবং তাঁর বন্ধু হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। হযরত মুয়ায, হযরত আমর বিন আস এবং হযরত দাহহাক বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন।

**(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, কিতাবুল কুনী, আবু ওয়ায়িদ বিন জাররাহ, ৪/২৭৩)**

## মাযারে আনওয়ার

তাঁর নুরানী মাযার শরীফ সিরিয়া দেশের 'গওর বায়সান' শহরে অবস্থিত, যা মানুষের জন্য যিয়ারত স্থল। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ (ওফাত: ৬৭৬ হি:) বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর পবিত্র মাযারে আনওয়ার এক অদ্ভুত ধরনের জালালিয়্যত বিরাজমান, যা নিঃসন্দেহে তার শান-শওকতের অনুরূপ এবং যখন আমি তাঁর মাযার যিয়ারত করেছি, তখন সেখানে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখতে পেয়েছি।"

**(তাহযীবুল আসমা, দ্বিতীয় খন্ড, নং: ৮২৬, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, ২/৫৩৭)**



www.dawateislami.net

# একই দিনে প্লেগের আক্রমণ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন গনম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল, হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হযরত সায়্যিদুনা শুরাহবীল বিন হাসানাহ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ - এই চারজন মহান ব্যক্তির উপর একই দিনে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল। হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: "এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমত এবং তোমাদের নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দোয়া। এবং তোমাদের পূর্বেকার নেককার লোকেরা এই রোগের কারণেই মৃত্যুবরণ করেছেন। হে আল্লাহ পাক! মুয়াযের পরিবারকে এই রহমত থেকে প্রচুর অংশ দান করো।" অতঃপর এখনও সন্ধ্যা হয়নি যে, তাঁর পুত্র হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন, যার নামে তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম রেখেছিলেন।

**(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু ফিত তাউন, হাদিস: ৩৮৬৩, ৩/৪৮)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ -এর নিজের সন্তানদের জন্য প্লেগের দোয়া করাটা আসলে তাদের জন্য শাহাদাত ও রহমতের দোয়া করা। কারণ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে শাহাদাত বলেছেন। যেমন রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: বলেছেন: "প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।" **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাবুশ শাহাদাত সাবাআ, হাদিস: ২৮৩০, ২/২৬৩)** আরেক বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ পাক এটাকে মুসলমানদের জন্য রহমত বানিয়েছেন।

**(কানযুল উম্মাল, হাদিস: ২৮৪৩, ১০তম অংশ, ৫/৩১)**

# সুন্দুকী কবর খনন করতেন

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, মদীনায় কবর খননকারী দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। একজন 'বাগলী' (পাশের দিকে খোঁড়া) কবর খনন করতেন, আর অন্যজন 'বাগলী' কবর খনন করতে জানতেন না (অর্থাৎ সিন্দুকের মতো কবর খনন করতেন)। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হুযুর রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কবর খনন করার জন্য তাদের দুজনকে বার্তা পাঠালেন এবং বললেন যে, তাদের মধ্যে যে আগে আসবে, সেই রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর জন্য কবর বানাবে। কাহজই প্রথমে সেই সাহাবীই এলেন যিনি 'বাগলী' কবর খনন করতেন, এজন্য প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর 'বাগলী' কবরই খনন করা হলো। 'বাগলী' কবর অর্থাৎ 'লাহাদ' ওয়ালা কবর খননকারী সাহাবী ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা যায়েদ বিন সাহল আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং সিন্দুকের মতো কবর খননকারী ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। মদীনায় এই দুইজন মহান সাহাবীই ছিলেন যারা কবর খনন করতে পারতেন। তাদের পেশা কবর খনন করা ছিল না। এই হাদিস শরীফ থেকে জানা যায় যে, সিন্দুকের মতো কবর নিষিদ্ধ নয়, নতুবা হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর মতো সাহাবী এমন কবর খনন করতেন না এবং বড় বড় সাহাবারা তাদের দুজনকে বার্তা পাঠাতেন না। স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও সমস্ত সাহাবা কবর খনন করতে জানতেন, কিন্তু এই দুইজন অত্যন্ত দক্ষ



www.dawateislami.net

ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন যে, কবরে আনওয়ার অত্যন্ত উচ্চমানের তৈরি হোক, যা অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিই করতে পারে।

**(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৯০)**

# হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসে মুবারকা

## (১) হৃদয়ের অবস্থা:

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام -এর পর কোনো নবীই দাজ্জালের ব্যাপারে ভয় দেখানোর জন্য আসেননি। তাই আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছি।" তারপর নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার আলামতসমূহ বর্ণনা করলেন এবং বললেন: "হয়তো আমাকে দেখা ব্যক্তি এবং আমার কথা শোনা ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে।" সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অন্তরের অবস্থা কি তখন তেমনই থাকবে যেমনটি এখন আছে? তিনি বললেন: "এর চেয়েও ভালো থাকবে।"

**(মুসনদিল বাযযার, মুসনদে আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ১২৮০, ৪/১০৭)**

## (২) রোযা এমন এক ঢাল:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রোযা এমন একটি ঢাল যা কেউ ছিঁড়তে পারে না।" **(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুস সিয়াম, বাবুস সায়িম ইয়ানযাহু সিয়ামাহু আনিল গলয, হাদিস: ৮৩১৪, ৪/৪৫০)**

## (৩) নিকৃষ্টতম লোক:

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শেষ কথা ছিল: "ইহুদিদের হিজাজ থেকে এবং নাজরানের অধিবাসীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও এবং জেনে রাখো, কবরকে সিজদার স্থান বানানো লোকরাই নিকৃষ্টতম।" **(আল মুসনদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদিস আবি উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ১৬৯১, ১/৪১৪)**

## (৪) মুমিনের অন্তর:

আমরা অসহায়দের সাহায্যকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মুমিনের অন্তর পাখির মতো, কখনো এদিকে আর কখনো ওদিকে হতে থাকে।" **(আল মুসান্নেফ লি ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুয যুহদ, কালাম আবি উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ৫, ৮/১৭৪)**

## (৫) সর্বশ্রেষ্ঠ নামায:

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "শুক্রবার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো ফজরের নামায। নিশ্চয়ই যে তা পাবে, কিয়ামতের দিন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" **(মুসনাদুল বাজ্জার, মুসনাদ আবি উবাইদাহ ইবনিল জাররাহ, হাদিস: ৯১৩৪, ৩/ ১০২)**

## (৬) মুনাফিকের পরিচয়:

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার পরে আমি কোনো মুমিনের ব্যাপারে ভয় পাই না, না কোনো কাফেরকে। কারণ মুমিনকে তার ঈমান তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে এবং কাফেরকে আল্লাহ পাক তার কুফরের কারণে



www.dawateislami.net

অপদস্ত করবেন। তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে মুনাফিকের ব্যাপারে ভয় করি, যারা মুখে আলিম, অন্তরে জাহিল, ভাষা দিয়ে তাই বলে যা তোমরা ভালো মনে কর এবং কাজ তাই করে যা তোমরা খারাপ মনে কর।”

**(মুসনদিল রাবী’, আল আখবারুল মাক্বাতি’ আন জাবির বিন যায়িদ, ১/৩৬২)**

## (৭) পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনকারী:

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের জন্য পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনকারী দুজন ব্যক্তির জন্য কুরসী (আসন) রাখা হবে, যার উপর তাদের বসানো হবে যতক্ষণ না (লোকদের) হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।” **(আল জামেউস সগীর, হাদিস: ৭৮৬৮, পৃ: ৪৮১)**

## (৮) দশ গুণ সাওয়াব:

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে কোনো রোগীর সেবা করে, নিজের পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করে বা রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়, তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেওয়া হবে।” **(আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি তানহিয়্যাতুল আযা আনিত তরিক্বি, হাদিস: ৩, ৬/২১৮)**

## নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা নিমরান বিন মিখমার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু উবায়দা বিন জাররাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাহিনীর সাথে চলতে চলতে নেকীর দাওয়াতের মাদানী



www.dawateislami.net

ফুল এভাবে প্রদান করলেন: “শোনো! অনেক সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি দ্বীনের দিক থেকে ময়লা হয় এবং অনেকে নিজেকে সম্মানিত মনে করা ব্যক্তি নগন্য হয়ে থাকে। হে লোক সকল! নতুন নেকী পুরানো গুনাহগুলোকে মুছে দেয়। যদি তোমাদের মধ্যে কারো গুনাহ আসমান ও যমিন ভর্তি করে দেয়, অতঃপর সে কোনো নেক কাজ করে, তাহলে হতে পারে যে, সেই একটি নেক কাজ সমস্ত গুনাহের উপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং সেগুলোকে মুছে দিবে।” **(আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুয যুহদ, কালাম আবি উবায়দা বিন জাররাহ, হাদিস: ৩, ৮/১৭৩)**



www.dawateislami.net

# তথ্যসূত্র


| নং | কিতাব | লেখক | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| ১ | আল-কুরআনুল কারীম | আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম | মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |
| ২ | তরজমায়ে কুরআন কানযুল ঈমান | আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা ১৩৪০ হি: | মাকতাবাতুল মদীনা |
| ৩ | সহীহ বুখারী | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী ২৫৬ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ৪ | সহীহ মুসলিম | ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত: ২৬১ হি: | দার ইবনে হাযম, বৈরুত |
| ৫ | সুনানে ইবনে মাজাহ | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ ২৭৩ হি: | দারুল মারিফা, বৈরুত |
| ৬ | সুনানে তিরমিযী | ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী ২৭৯ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ৭ | আল মুজামুল কবীর | হাফিয সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী ৩৬০ হি: | দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী |
| ৮ | কিতাবুয যুহদ | ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হি: | দারুল গাদিল জাদীদ |
| ৯ | আল-মুস্তাদরাক | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী ৪০৫ হি: | দারুল মারিফা, বৈরুত |
| ১০ | মুসনাদুর রাবী' | আর-রাবী' বিন হাবীব বিন আমর আল-আযদী আল-বসরী | দারুল হিকমা, মাকতাবাতুল ইস্তিকামা |
| ১১ | মুসনাদুল বাযযার | ইমাম আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল খালিক বাযযার ২৯২ হি: | জামিউল উলূম ওয়াল হিকম |
| ১২ | মাজমাউয যাওয়ায়িদ | হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবি বকর হাইতামী, ৮০৭ হি. | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ১৩ | আল-মুসান্নাফ | হাফিয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শাইবা ২৩৫ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ১৪ | কানযুল উম্মাল: | আল্লামা আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী, ৯৭৫ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত |
| ১৫ | শোয়াবুল ঈমান | ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, ৪৫৮ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত |




www.dawateislami.net

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬ | আস-সুনানুল কুবরা | ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, ৪৫৮ হি. | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত |
| ১৭ | আল-জামিউস সগীর | ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ূতী, ৯১১ হি. | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত |
| ১৮ | আল-বুদূরুস সাফিরাহ ফী উমূরিল আখিরাহ | ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ূতী, ৯১১ হি: | মুয়াসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ |
| ১৯ | মারিফাতুস সাহাবা | ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ, ৪৩০ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ২০ | আল-ইস্তিআব ফী মারিফাতিল আসহাব | ইমাম আবু আমর ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ, ৪৬৩ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ২১ | আসাদুল গবাহ | আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আল-আসীর আল-জাযারী, ৬৩০ হি: | দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত |
| ২২ | আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা | হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী ৮৫২ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ২৩ | আর-রিয়াযুন নাদ্বিরাহ | ইমাম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুহিব আত-তাবারী ৬৯৪ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ২৪ | তারীখে মদীনা দামেস্ক | হাফিয আবুল কাসিম আলী বিন হাসান আশ-শাফেয়ী, আল-মা'রূফ বা ইবনে আসাকির ৫৭১ হি: | দারুল ফিকর |
| ২৫ | তারীখুল ইসলাম | ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আয-যাহাবী ৭৪৮ হি: | দারুল কুতুবিল আরাবী |
| ২৬ | ফাতূহুশ শাম | আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী ২০৭ হি: | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত |
| ২৭ | তাহযীবুত তাহযীব | আহমদ বিন ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী ৮৫২ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ২৮ | তাহযীবুল আসমা | ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন বিন শারফ আন-নববী, ৬৭৬ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ২৯ | মিরকাতুল মাফাতীহ | আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান কারী, ১০১৪ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত |
| ৩০ | মিরাতুল মানাজীহ | হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ১৩৯১ হি: | যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স |



www.dawateislami.net

## নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ان شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। ان شاء الله .

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

**হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬**

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

**E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net**